গোকুলে জন্মিল কৃষ্ণ নন্দ ঘোষ ঘরে।
বৃন্দাবনে বাস করিলেন গিয়া পরে।।
মায়াপুরী জন্মে হরি শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে।
লীলা করে গুপ্ত বৃন্দাবনে নবদ্বীপে।।
বুঝিয়া দেখিলে এই সেই সেই ভাব।
সফলাডাঙ্গায় ওড়াকান্দী লীলা সব।।
সফলাডাঙ্গায় জন্ম ওড়াকান্দী বাস।
তেমনি করেন লীলা দাদা কৃষ্ণদাস।।
তোর ভাল ভাগ্য ছিল যদি দেখেছিস্।
অরসিক স্থানে নাহি প্রকাশ করিস্।।
এবে আমি যাই ভাই গোধন চরা'তে।
রামধন দয়ারামে রেখে আসি পথে।।'
যখন উঠিল প্রভু পক্ষীরাজ উড়ি।
নাচিতে লাগিল প্রভু স্কন্দ 'পরে পড়ি।।
প্রভু বলে 'হইয়াছে আয় মম হাতে।'
এত বলি প্রভু দাঁড়ালেন হাত পেতে।।
হাতে পড়ি শালিক শ্রীমুখ পানে চায়।
পাখী উড়ু উড়ু মুখে মুখ দিতে চায়।।
শালিকের দু'নয়নে জলধারা বয়।
পাখী হাতে করি হরি পথে চলি যায়।।
যখনে গেলেন প্রভু বাড়ীর পালানে।
প্রভু বলে "পাখী তুই যারে নিজস্থানে।।
মানুষের শ্রেষ্ঠ পাখী বলে ভক্তলোক।
শ্রীশ্রীহরি লীলামৃত রচিল তারক।।

শিশু শশীভূষণের কঠিন ব্যাধি ও মুক্তি

বারশত পঁচাত্তর সাল ভাদ্র মাসে।
শ্রীশশীভূষণ জন্মে ওড়াকান্দী বাসে।।
শ্রীগুরুচাঁদের হন জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনি।
শুনহে সকলে তাঁর ব্যাধির কাহিনী।।
দুই বর্ষ বয়ক্রম কিম্বা কিছু কম।
আক্রমিল শিশুব্যাধি বিপুল বিক্রম।।
এই বাঁচে এই মরে কোন আশা নাই।
কাঁদাকাঁদি করিতেছে ঘিরিয়া সবাই।।
কেহ বলে "আন বৈদ্য কেহ কবিরাজ।"
সবে ভীত, ব্যাকুলিত, পড়ে যেন বাজ।।
নির্ব্বিকার মহাপ্রভু বাহির বাটীতে।
করিতেছে আলাপন ভক্তগণ সাথে।।
এক নারী তাড়াতাড়ি পাশ দিয়া যায়।
প্রভু বলে "ওরে বাছা! চলেছ কোথায়।।"
করজোড়ে বলে নারী "খোকাবাবু রোগী।
বৈদ্যকে ডাকিতে আমি যাই তার লাগি।।"
হাসিয়া বলেন প্রভু "হায় রে অবলা।
বুদ্ধিজ্ঞান নাহি কিছু শুধু কথা বলা?
শশীর লাগিয়া তোরা যেটুকু করিস্।
কিছুমাত্র তার যদি আমারে ভাবিস্।।
তা'হলে কি রোগ থাকে? লাগে কবিরাজ?
কর্ম্মপাকে ঘুরে ঘুরে নষ্ট যত কাজ।।"
সেই নারী তাড়াতাড়ি বাড়ী মধ্যে যায়।
ঠাকুরের কথাগুলি সকলে জানায়।।
তাহা শুনি লক্ষ্মীমাতা পুত্রবধূ ল'য়ে।
উপনীত ঠাকুরের সম্মুখেতে গিয়ে।।
লক্ষ্মীমাতা বধূমাতা দোঁহে করে স্তুতি।
প্রীত হ'য়ে বলিলেন প্রভু শান্তি-পতি।।
"শুন বধূমাতা মোর আদরিণী কন্যে!
আর না ভাবিও তুমি তব পুত্র জন্যে।।
যবে আসিয়াছ কাছে সেই হতে রোগ।"
পালিয়ে গিয়াছে চলে গেল কর্ম্মভোগ।।"
কথা শুনি বধূরাণী প্রণাম করিল।
অসুস্থ শশীভূষণ নীরোগ হইল।।
অসীম অনন্ত লীলা নর বোধগম্য।
কহিছে তারকচন্দ্র হরিপদ কাম্য।।